

## 📘 আল-ফুরকান | Al-Furgan | ٱلْفُرْقَان

আয়াতঃ ২৫: ২১

## **া** আরবি মূল আয়াত:

وَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرجُونَ لِقَآءَنَا لَو لَا أُنزِلَ عَلَينَا المَلْئِكَةُ أَو نَرى رَبَّنَا ا المَلَئِكةُ اللهَ الْأَدِينَ لَا يُركى رَبَّنَا اللهَ الْمُلْئِكَةُ اللهَ الْمُلْئِكَةُ اللهَ الْمُلْئِكَةُ اللهَ اللهَ اللهُ ا

## 

আর যারা আমার সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে না, তারা বলে, 'আমাদের নিকট ফেরেশতা নাযিল হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাই না কেন'? অবশ্যই তারা তো তাদের অন্তরে অহঙ্কার পোষণ করেছে এবং তারা গুরুতর সীমালংঘন করেছে। — আল-বায়ান

যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাই না কেন? তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে আর তারা মেতে উঠেছে গুরুত্র অবাধ্যতায়। — তাইসিক্রল

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলেঃ আমাদের নিকট মালাক/ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করি না কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতর রূপে। — মুজিবুর রহমান

And those who do not expect the meeting with Us say, "Why were not angels sent down to us, or [why] do we [not] see our Lord?" They have certainly become arrogant within themselves and [become] insolent with great insolence. — Sahih International

- ২১. আর যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, আমাদের কাছে ফিরিশতা নাযিল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না কেন? তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে(১) এবং তারা গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে।
  - (১) অর্থাৎ তারা নিজেদের মনে মনে নিজেদের নিয়ে বড়ই অহংকার করে। [দেখুন: ফাতহুল কাদীর, আয়সারুত-তাফাসির]

তাফসীরে জাকারিয়া

(২১) যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না, তারা বলে, 'আমাদের নিকট ফিরিশতা অবতীর্ণ করা হয় না



কেন?[1] অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন?' [2] ওরা ওদের অন্তরে অহংকার পোষণ করেছে এবং ওরা গুরুতররূপে সীমালংঘন করেছে। [3]

- [1] অর্থাৎ, কোন মানুষকে রসূল হিসাবে না পাঠিয়ে কোন ফিরিশতাকে রসূল হিসাবে পাঠানো হয় না কেন? অথবা এর অর্থ এই যে, নবীর সঙ্গে ফিরিশতাগণও অবতীর্ণ হতেন; যাঁদেরকে আমরা স্বচক্ষে দেখতাম এবং তাঁরা মানুষ রসূলের সত্যায়ন করতেন।
- [2] অর্থাৎ, প্রভু এসে বলতেন যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আমার প্রেরিত রসূল, সুতরাং তার উপর ঈমান আনা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।
- [3] এটি অহংকার ও সীমালজ্যনের পরিণাম যে, তারা এই ধরনের দাবী করছে, যা আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী। আল্লাহ অদেখা বিষয়ের উপর ঈমানের মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যদি তিনি ফিরিশতাদের তাদের চোখের সামনে অবতীর্ণ করেন বা তিনি স্বয়ং পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তাহলে এরপর তো পরীক্ষার দিকটাই অবশিষ্ট থাকে না। অতএব আল্লাহ তাআলা এমন কাজ কেন করবেন, যা তাঁর বিশ্ব রচনার যৌক্তিকতা ও সৃষ্টিগত ইচ্ছার পরিপন্থী?

তাফসীরে আহসানূল বায়ান

• Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=2876

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন